প্রভাত প্রোডাকসন্সের নিবেদন

মমতা

বলরাজ সাহনী (অতিথী শিল্পী)
ও
অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় অভিনীত
প্রভাত প্রডাকসন্সের

মমতা

চিত্রনাট্য • সংলাপ ও পরিচালনা • প্রভাত মুখোপাধ্যায়

চিত্র-গ্রহণ : .... অজয় মিত্র
শব্দ-গ্রহণ : .... রণজিত দত্ত
সম্পাদনা : হরিদাস মহলানবীশ
শিল্প-নির্দ্দেশক : ... সুনীতি মিত্র
রূপসজ্জা : .... মদন পাঠক
পটশিল্পী : .... কবি দাশগুপ্ত

সঙ্গীত পরিচালনা : নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য
ডি. বাল্‌সারা ও
ন্যাশন্যাল অর্কেষ্ট্রা
গীতকার : শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
স্থির চিত্র : ক্যাপ্‌স্ ফটোগ্রাফী
ব্যবস্থাপনা : .... পঙ্কজ ঘোষ

প্রচার পরিচালনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

★ চরিত্র চিত্রণে ★

মঞ্জু দে, তপতী ঘোষ, অপর্ণা দেবী, বাণী গাঙ্গুলী, দীপক মুখার্জি, অমর মল্লিক, জহর রায়, নবদ্বীপ হালদার, ডাঃ হরেণ মুখার্জি, মণিকা ঘোষ, নমিতা রায় চৌধুরী, আশা দেবী, প্রমোদ চক্রবর্ত্তী, শুভেন্দু সেনগুপ্ত, নন্দনের সভ্যবৃন্দ ও রাধা মুখোপাধ্যায়

★ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ★

ইন্দিরা দেবী, অসিত সেন, অনিল গুপ্ত, জ্যোতির্ময় লাহা
ক্যালকাটা ব্লাইণ্ড স্কুল, নন্দনের সভ্যবৃন্দ ও প্রাণকৃষ্ণ দত্ত

★ সহকারিবৃন্দ ★

পরিচালনা : বিকাশ ভৌমিক ; হরিচরণ মুখোপাধ্যায় ও প্রদ্যোৎ সিংহ
চিত্রগ্রহণে : আশু দে ও শঙ্কর মুখোপাধ্যায় ● শব্দগ্রহণে : অনিল নন্দন
সম্পাদনায় : নিমাই রায় ● শিল্প নির্দ্দেশে : হেমেন ভৌমিক ও ললিত দে
রূপ সজ্জায় : গোপাল হালদার, কার্ত্তিক দাস ● ব্যবস্থাপনায় : বীরেন সান্যাল ও জুগারাম ● আলোক সম্পাতে : বিজন, মঙ্গল সিং, কিষ্টু, রমজান, কালীচরণ, পীতবাস, মহম্মদ ও মণি

★ পরিস্ফুটনে ★

ফিল্ম সার্ভিস ল্যাবরেটরী ও ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরী

★ ষ্টুডিও ★

নিউ থিয়েটার্স ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস্

পরিবেশক : শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কাহিনী

ভালো ঘরেই মমতার বিয়ে হ'ল।—স্বামীর সঙ্গে ও পেল, স্বামীর প্রথম পক্ষের সন্তান, চার মাসের মাতৃহীনা কন্যা রাধাকে। গৃহদেবতা গোবিন্দজীকে প্রণাম ক'রে তাঁরই পায়ের কাছ থেকে রাধাকে বুকে তুলে নিল।—আর অল্প দিনের মধ্যেই ঐ অসহায় শিশুর মুখ চেয়েই মেনে নিল সংসার প্রতি সকলের অযাচিত সন্দেহান্বিত দৃষ্টি।—

বছর ঘুর্‌লো না— জানা গেল রাধা কালা ও বোবা। সকলেই সংসার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চাইলো, বল্‌লে : সংসার অভিশাপ, হবেই 'ত !

মমতা জান্‌লো, এ কলঙ্ক তার ঘুচবে, যদি কোনও দিন সে রাধার মুখে কথা ফোটাতে পারে।....

বছরের পর বছর যায়, ডাক্তার বদ্যি হার মানে।—

স্বামী প্রতাপ বলে : ভগবানের অভিশাপ, মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি ?—

কিন্তু মমতা বোঝে না। স্বামীর কোনও যুক্তিই সে মান্‌তে চায় না। স্বামীকে বলে : ওকে স্কুলে দাও ! এ-ভাবে ওর জীবন কাট্‌বে কী ক'রে ?

প্রতাপের মনে অজ্ঞতার অন্ধকার। পঙ্গু সন্তানকে কেবল গোপন ক'রে রাখ্‌বার গভীর প্রচেষ্টা। তাই সে স্ত্রীকে ভুল বুঝ্‌লো।— শ্লেষ মেশানো অকথ্য ভাষায় একদিন অপমানও কর্‌লো মমতাকে !

সেই রাত্রেই মমতা বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেল, সঙ্গে নিয়ে গেল রাধাকে। যাবার সময় জানিয়ে গেল স্বামীর সম্মান বড়, কিন্তু তার চেয়ে অ-নে-ক বড় রাধার ভবিষ্যৎ !

ক'ল্‌কাতার এক মূক-বধির স্কুলের অধ্যক্ষ সুবীর—আদর্শবাদী পুরুষ। ছেলে বেলায় বাপ্‌ মারা যায়; বাংলার বাইরে মানুষ। এক বোন্‌ ছিল, বিয়েও দিয়েছিলো তার ভাল ঘরে, ভাল বরে। কিন্তু বরাতে সইল না। সে আজ বেঁচে নেই, তার শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে সম্পর্কও চুকে গেছে। এখন সংসারে আছেন একমাত্র মা।

মমতা রাধাকে নিয়ে এই মূক-বধির স্কুলেই এসে উঠ্‌লো। প্রথম দিনেই রাধাকে স্কুলে ভর্ত্তি করা নিয়ে কথা কাটা-কাটির মাঝে সুবীরের মনে আঘাত দিয়ে মমতা তার মন জয় ক'র্‌লো। এবং তারপর তারই সান্নিধ্যে থেকে আরম্ভ হ'ল মমতার সাধনা।

নির্ম্মম অভিশাপের বিরুদ্ধে লড়াই চল্‌লো।

স্কুল কমিটির আদেশ-নির্দ্দেশ উপেক্ষা ক'রে, সুবীর শুধু রাধাকে তার স্কুলে ভর্ত্তি ক'রেই ক্ষান্ত হ'ল না—অসহায় শিশুদের মার-ধোর ক'রে বিদ্রোহী ক'রে তোলা'র অপরাধে এক বদ্‌মেজাজী শিক্ষয়িত্রীকে জবাব দিয়ে, মমতাকে সেই জায়গায় কাজে ভর্ত্তি করে দিল।

স্কুলের প্রেসিডেন্টের মেয়ে রিতার সঙ্গে সুবীরের বিয়ের কথা প্রায় এক-রকম পাকা হ'য়ে গিয়েছিলো। সুবীরের দারিদ্রের অভিমান আছে, কিন্তু প্রেসিডেন্টের প্রাচুর্য্যের অহঙ্কার নেই, তিনি সুবীরের সাহসকে শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু সুবীরের এই ঔদ্ধত্যকে রিতা ক্ষমা কর্‌লো না।

কুৎসা যারা রটায় তারা কারণের ধার ধারে না। এ ক্ষেত্রে একটা স্পষ্ট কারণও পাওয়া গেল। ফলে মমতা ও সুবীরকে কেন্দ্র ক'রে কলঙ্কের এক ঝড় উঠ্‌লো।

সেই ঝড়ের মধ্যে মমতা একদিন জান্‌লো সুবীর রাধার মামা। রাধার মা মায়া, সুবীরের সেই বোন, যাকে সে 'মায়ের মতন ক'রে মানুষ ক'রেছিল'।

মমতা সুবীরের সেই বোনের শূন্য আসন দখল ক'রে বস্‌লো—এবং কলঙ্ক-ঝড়ের আগে-আগে উড়ে চ'ললো।

সুবীর অবাক্‌ হ'য়ে যায়। মমতার প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা, অসীম সম্মান। মমতার সাধনা তাকেও উৎসাহিত ক'রে তুললো: মন-প্রাণ দিয়ে লেগে যায় রাধাকে শেখাতে, নোতুন নোতুন প্রথায় চেষ্টা ক'রে ওকে কথা বলাতে।

মমতার কলঙ্কের কথা প্রতাপেরও কাণে এসে বাজ্‌লো। মেয়েকে নিয়ে যেতে প্রতাপ ক'ল্‌কাতায় এলো।

আর,—মিঃ প্রেসিডেন্ট, যিনি সুবীরের সাহসকে শ্রদ্ধা করতেন, তিনি তার দুঃসাহসকে ক্ষমা ক'র্‌লেন না।—সুবীরের চাকরী গেল।

সহায়সম্বলহীনা মমতা !!

রাধার ভবিষ্যৎ ???

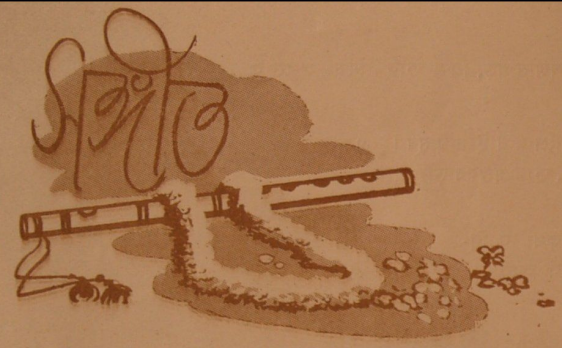

(এক)

আয় ঘুম আয়
আয় ঘুম আয়
ঘুম পাড়ানী মাসী পিসি
ঘুমের বাড়ী যায়
পাড়ার যত ছেলের ঘুম
সোনার চোখে আয়
আয় ঘুম আয়
আয় ঘুম আয়।

ঘুম আয়রে, ঘুম আয়রে
দেবো ছানা-ননী
ঘুম আয়রে, ঘুম আয়রে
সোনার যাদুমণি,
ঘুম পাড়ানী মাসী পিসি
আমার বাড়ী এসো
খাট নেই, মাদুর নেই
রাধার চোখে বসো।

আয় ঘুম আয়
আয় ঘুম আয়
ঘুম পাড়ানী মাসী পিসি
ঘুমের বাড়ী যায়
পাড়ার যত ছেলের ঘুম
সোনার চোখে আয়
আয় ঘুম আয়
আয় ঘুম আয়।

(দুই)

নাচে তাই তাই তাই
তাই তাই তাই
খুকুমণির জন্ম দিনে
খুসীর সীমা নাই
নাচে তাই তাই তাই
তাই তাই তাই।

তাক্ দুমাদুম বাদ্যি বাজে
সঙ্গে বাজে আর
ঠুন্ ঠান্ ঠুন্ কাঁসর বাজে
ঢোলক সাথে তার॥

ধিনাক্ না তিন নাচ্ছে সবাই
ধিনাক্ না তিন নাচ্ছে সবাই
তান্ ধরে সানাই
খুকুমণির জন্ম দিনে
খুসীর সীমা নাই
নাচে তাই তাই তাই॥

মেঘের কোলে চাঁদ উঠেছে
নাচ্ছে তাধিন্ ধিন্
মিণি বেড়াল মেঁও ধরেছে
ওরে সেও বাজাবে বীন্।

ম্যাঁও ম্যাঁও
মেঘের কোলে চাঁদ উঠেছে
নাচ্ছে তাধিন ধিন্॥

মৌমাছিরা গুন্‌গুনিয়ে বল্‌লে মধু চাই
মৌমাছিরা গুন্‌গুনিয়ে বল্‌লে মধু চাই
খুকুমণির জন্মদিনে খুসীর সীমা নাই॥

মন দোলে আর নাগর দোলায়
নাচ্ছে তাতা থৈ
লাল টুক্ টুকে মুখের হাসি
উথলে পড়ে ঐ॥

ঝিক্ মিকিয়ে উঠল তারা
তান্ ধরে সানাই
খুকুমণির জন্ম দিনে
খুসীর সীমা নাই
নাচে তাই তাই তাই
তাই তাই তাই॥

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের পরিবেশনায়
পরবর্ত্তী আকর্ষণ!

মানময়ী গার্লস স্কুল

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের নিবেদন

কাহিনী ও **রবীন মৈত্র**

পরিচালনা • **হেমচন্দ্র** • সুর • **রাজেন সরকার**

উত্তমকুমার - অরুন্ধতী - মলিনা - জহর গাঙ্গুলী
ভানু বন্দ্যো - ধীরাজ ভট্টাচার্য্য - জহর রায় - কমলা মুখার্জি

প্রচার পরিকল্পনায় • শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় :: চিত্রাঙ্কনে - "শিল্পী"
মুদ্রাঙ্কনে - জুবিলী প্রেস :: কলিকাতা - ১৩